بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

কুর’আনিক দু’আ সমূহ: ৫

Sisters' Forum In Islam.com

দু’আঃ (সূরা ইউনুস)

لَئِنْ	أَنجَيْتَنَا	مِنْ	هَٰذِهِ	لَنَكُونَنَّ	مِنَ	الشَّٰكِرِينَ
অবশ্যই যদি (এই বলে)	তুমি উদ্ধার করো আমাদের	হতে	এটা	অবশ্যই আমরা হবো	অন্তর্ভুক্ত	"কৃতজ্ঞদের
If (saying)	You save us	from	this	surely we will be	among	"the thankful

لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٢٢﴾

‘(হে আল্লাহ!) যদি তুমি আমাদেরকে এ হতে রক্ষা কর, তাহলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ হয়ে যাব।’ সূরা ইউনুসঃ ২২

"If You should save us from this, we will surely be among the thankful.“

প্রেক্ষাপটঃ বিপদ আপদে ও সংকটে এই দু’আ করা যায়।

ইকরামা বিন আবু জাহল সর্ম্পকে পাওয়া যায় যে, মক্কা বিজয়ের পর তিনি মক্কা থেকে (কাফের অবস্থায়) পালিয়ে যান। তিনি হাবশাহ যাওয়ার জন্য এক নৌকায় বসেন। নৌকা সামুদ্রিক ঝড়ের মুখে পড়লে নৌকার মাঝি যাত্রীগণকে বলল যে, এখন এক আল্লাহর নিকট দু’আ কর, কারণ তোমাদেরকে তিনি ছাড়া এই তুফান থেকে পরিত্রাণ দানকারী আর কেউ নেই। ইকরামা বলেন, আমি মনে মনে ভাবলাম, যদি সমুদ্রের মাঝে পরিত্রাণ দাতা একমাত্র আল্লাহ হন, তাহলে অবশ্যই স্থলভাগেও পরিত্রাণ দাতা একমাত্র তিনিই হবেন। আর মুহাম্মাদ তো সেই কথাই বলেন। সুতরাং তিনি স্থির করে নিলেন, যদি আমি এখান থেকে বেঁচে জীবিত ফিরে যেতে পারি, তাহলে মক্কা ফিরে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করব। সুতরাং তিনি নবী (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়ে যান। (নাসাঈ, আবু দাউদ ২৬৮৩নং)

দু’আঃ সূরা ইউনুস

ٱلْكَٰفِرِينَ	ٱلْقَوْمِ	مِنَ	بِرَحْمَتِكَ	وَنَجِّنَا	ٱلظَّٰلِمِينَ	لِّلْقَوْمِ	فِتْنَةً	تَجْعَلْنَا	لَا	رَبَّنَا	تَوَكَّلْنَا	ٱللَّهِ	عَلَى
"কাফির (যারা)	জাতি	হতে	দ্বারা তোমার অনুগ্রহ	এবং রক্ষা করো আমাদেরকে	সীমালঙ্ঘনকারী(যারা)	জন্যে জাতির	উৎপীড়নের পাত্র	বানিয়ো আমাদের	না	হে আমাদের রব	নির্ভর করেছি আমরা	আল্লাহর	উপর"
"the disbelievers	- the people	from	by Your Mercy	And save us	the wrongdoers	- for the people	a trial	make us	not (Do)	!Our Lord	we put our trust	Allah	Upon"

عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ وَ نَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

‘আমরা আল্লাহরই উপর ভরসা করলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে যালেম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র করো না।আর তুমি তোমার নিজ করুণায় অবিশ্বাসী সম্প্রদায় হতে আমাদেরকে রক্ষা কর।’ ইউনুসঃ ৮৫-৮৬

"Upon Allah do we rely. Our Lord, make us not [objects of] trial for the wrongdoing people And save us by Your mercy from the disbelieving people.“

প্রেক্ষাপটঃ মূসা আলাইহিস সালাম তার জাতিকে ঈমানের সাথে সাথে আল্লাহর উপর ভরসা করার আহবান জানান। কারণ যারাই আল্লাহর উপর ভরসা করবে আল্লাহ তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। বনী ইস্রাঈলগণ ফিরআউনের পক্ষ থেকে যে অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার ছিল, মূসা (আঃ) আসার পরেও তা কম হয়নি, ফলে তিনি বড় চিন্তান্বিত ছিলেন। বরং মূসা (আঃ)-এর সম্প্রদায় তাঁকে এমন কথাও বলে ফেলেছিল যে, হে মূসা! যেমন আমরা আপনার আগমনের পূর্বে ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের নিপীড়নে নিপীড়িত ছিলাম, অনুরূপ আপনার আগমনের পরেও আমাদের একই অবস্থা। এর পরিপ্রেক্ষিতে মূসা (আঃ) তাদেরকে বলেছিলেন, আশা করি যে আমার প্রভু অবিলম্বে তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দেবেন। তবে এর জন্য জরুরী যে, তোমরা একমাত্র এক আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং অধৈর্য হয়ো না।

দু’আঃ সূরা ইউনুস

رَبَّنَا	لِيُضِلُّوا	عَن	سَبِيلِكَ	رَبَّنَا	ٱطْمِسْ	عَلَىٰٓ	أَمْوَٰلِهِمْ	وَٱشْدُدْ	عَلَىٰ	قُلُوبِهِمْ	فَلَا	يُؤْمِنُوا
হে আমাদের রব !Our Lord	জন্যে পথভ্রষ্ট করার(লোকদেরকে) That they may lead astray	হতে from	তোমার পথ Your way	হে আমাদের রব !Our Lord	বিনষ্ট করো Destroy	ব্যাপারকে [on]	সম্পদগুলোর তাদের their wealth	ও কঠোর করো (অর্থাৎ সীল করে দাও) and harden	উপর [on]	অন্তরগুলোর তাদের their hearts	ফলে যেন না so (that) not	তারা ঈমান আনে they believe

حَتَّىٰ	يَرَوُا	ٱلْعَذَابَ	ٱلْأَلِيمَ
যতক্ষণ না until	তারা দেখবে they see	শাস্তি the punishment	"নিদারুণ "the painful

رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ۚ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ وَ اشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ

হে আমাদের প্রতিপালক! যার কারণে তারা তোমার পথ হতে (মানুষকে) বিভ্রান্ত করে। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের ধন-সম্পদ নিশ্চিহ্ন করে দাও এবং তাদের অন্তরকে কঠিন করে দাও, যাতে তারা যন্ত্রণাময় শাস্তি না দেখা পর্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন না করতে পারে।’ সূরা ইউনুসঃ ৮৮

our Lord, that they may lead [men] astray from Your way. Our Lord, obliterate their wealth and harden their hearts so that they will not believe until they see the painful punishment.“

প্রেক্ষাপটঃ মূসা (আঃ) দেখলেন যে, ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের উপর আমার ওয়াজ-নসীহতের কোন প্রভাব পড়ছে না এবং এরূপ মু‘জিযা দেখেও তার কোন পরিবর্তন হচ্ছে না, তখন তার জন্য বদ্দুআ করলেন। এখানে আল্লাহ তাআলা সেই বদ্দুআর কথা বর্ণনা করেছেন। এরপরে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন- তিনি (আল্লাহ) বললেন, ‘তোমাদের উভয়ের দুআ কবুল করা হল। অতএব তোমরা অবিচল থাক এবং অবশ্যই তাদের পথ অনুসরণ করো না যাদের জ্ঞান নেই।

দু’আঃ (সূরা হুদ)

رَّحِيمٌ	لَغَفُورٌ	رَبِّي	إِنَّ	وَمُرْسَاهَا	مَجْرِيهَا	ٱللَّهِ	بِسْمِ
"পরম দয়ালু	অবশ্যই ক্ষমাশীল	আমার রব	নিশ্চয়ই	ও তার স্থিতি	তার গতি	আল্লাহর	সহ নাম
"Most Merciful	certainly Oft-Forgiving (is)	my Lord	Indeed	and its anchorage	its course (is)	of Allah	in the name

بِسْمِ اللهِ مَجْرٖىهَا وَ مُرْسٰىهَا ؕ اِنَّ رَبِّیْ لَغَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ

আল্লাহর নামে এর গতি ও স্থিতি, আমার রব তো অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সূরা হুদঃ ৪১

in the name of Allah is its course and its anchorage. Indeed, my Lord is Forgiving and Merciful.“

প্রেক্ষাপটঃ নুহ আলাইহিস সালামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, বেঈমান কাফেরদের বাদ দিয়ে আপনার পরিজনবর্গকে এবং সমস্ত ঈমানদারগণকে কিশতিতে তুলে নিন।আল্লাহ্ তাআলা নূহ আলাইহিস সালামকে এরপর বলেছিলেন যে, “যখন আপনি ও আপনার সংগীরা নৌযানের উপরে স্থির হবেন তখন বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাদেরকে উদ্ধার করেছেন যালেম সম্প্রদায় থেকে। উপরের দু’আটি বা যিকরটিও বলতে বলেছেন আল্লাহ।এ জন্যই যখন কেউ কোন নৌকা কিংবা বাহনে উঠবে তার জন্য বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব

দু’আঃ (সূরা হুদ

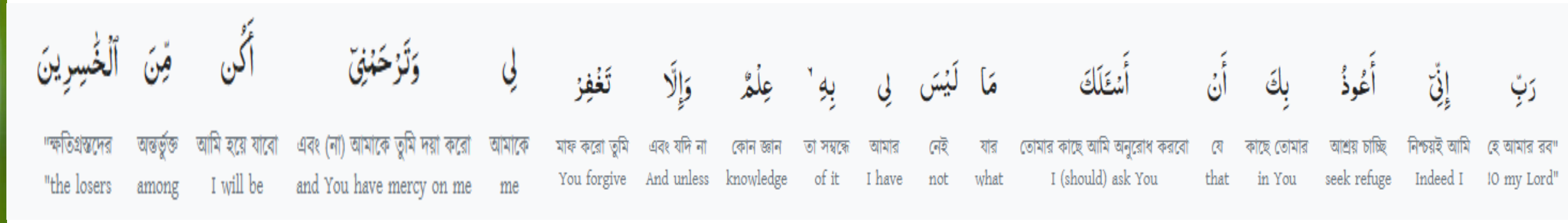

رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ

হে আমার পালনকর্তা আমার যা জানা নেই এমন কোন দরখাস্ত করা হতে আমি আপনার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন, দয়া না করেন, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব। (সূরা হুদঃ ৪৭)

"My Lord, I seek refuge in You from asking that of which I have no knowledge. And unless You forgive me and have mercy upon me, I will be among the losers.“

প্রেক্ষাপটঃ নূহ আলাইহিস সালাম তার সন্তানের নাজাতের জন্য যে ডাক দিয়েছিলেন সেটা যে হারাম ছিল তা তার জানা ছিল না। তিনি মনে করেননি যে, পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত “যারা যুলুম করেছে তাদের সম্পর্কে আপনি আমাকে কোন আবেদন করবেন না; তারা তো নিমজ্জিত হবে” সেটা দ্বারা তাকে তার সন্তানের ব্যাপারে দোআ করতে নিষেধ করা হয়েছে।যখন নূহ (আঃ) অবগত হলেন যে, তাঁর প্রার্থনা ঠিক হয়নি, তখন অবিলম্বে তা প্রত্যাহার করে নিলেন এবং আল্লাহ তাআলার নিকট তাঁর দয়া ও ক্ষমার প্রার্থী হলেন।মাসআলা জানা গেল যে, দো’আকারীর কর্তব্য হচ্ছে যার জন্য ও যে কাজের জন্য দো’আ করা হবে তা জায়েয হালাল ও ন্যায়সঙ্গত কি না তা জেনে নেয়া। সন্দেহজনক কোন বিষয়ের জন্য দোআ করা নিষিদ্ধ।

جزاكم الله خيرا
jazakumullah khairan
Sisters' Forum In Islam.com